প্রান্তিক ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

৬৬/এ কদমতলা, সবুজবাগ, ঢাকা

১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম), ২০২৩

তারিখ : ১৯শে জানুয়ারী, ২০২৪, শুক্রবার, সকাল ১০.০০ টা

স্থান : কারিতাস সেন্টার, শান্তিবাগ (মালিবাগ) ঢাকা

কার্যবিবরণী

বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর ২১৯ জন অথর ও ট্রাস্টির মধ্যে নিম্নে বর্ণিত

মোট ৩৩ জন সম্মানিত অথর ও ট্রাস্টি উপস্থিত ছিলেন

১। মিঃ শিমুল কান্তি বড়ুয়া

২। মিঃ লোকপ্রিয় বড়ুয়া

৩। মিঃ মিঃ কাজল কান্তি বড়ুয়া

৪। মিঃ সতু বড়ুয়া

৫। মিঃ প্রনব কুমার বড়ুয়া

৬। মিঃ রূপায়ন কুমার বড়ুয়া

৭। মিঃ জীবক কুমার বড়ুয়া

৮। মিঃ মানস বড়ুয়া

৯। মিঃ চন্দন বড়ুয়া

১০।মিঃ শাক্য পদ বড়ুয়া

১১।মিঃ সুমন বড়ুয়া

১২। মিঃ দেবাশীষ বড়ুয়া

১৩। অধ্যাপক ডাঃ কনক কান্তি বড়ুয়া

১৪। মিঃ রূপায়ন বড়ুয়া

১৫। মিঃ পুন্যবর্ধন বড়ুয়া

১৬। মিঃ জয়দত্ত বড়ুয়া

১৭। মিসেস সঞ্চিতা বড়ুয়া

১৮। মিসেস সন্‌জুশ্রী বড়ুয়া

১৯।মিসেস অঞ্জনা মুৎসুদ্দী

২০। মিসেস সান্তা বড়ুয়া

২১। মিসেস সীমা বড়ুয়া

২২। মিসেস রীনা রানী তালুকদার

২৩। ড. অরূপ কুমার বড়ুয়া

২৪। মিঃ অনুপ কুমার বড়ুয়া

২৫। মিসেস আলপনা বড়ুয়া

২৭। মিসেস নীশি বড়ুয়া

২৮। ডাঃ করবী বড়ুয়া বৃষ্টি

২৯। মিঃ নেপাল কুমার বড়ুয়া

৩০। প্রকৌশলী হিমাদ্রি বড়ুয়া

৩১। মিঃ মুকুল কান্তি বড়ুয়া

৩২। মিসেস নিলু বড়ুয়া

৩৩। মিঃ নন্দন কুমার বড়ুয়া

প্রান্তিক ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ কনক কান্তি বড়ুয়ার সভাপতিত্বে ১৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা (২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের) বিগত ১৯শে জানুয়ারী ২০২৪, শুক্রবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় কারিতাস সেন্টার, শান্তিবাগ (মালিবাগ) ঢাকা অনুষ্ঠিত হয় । চেয়ারম্যান মহোদয় সভার প্রারম্ভে বলেন প্রবল এই শীতের মধ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে স্বাগত এবং ধন্যবাদ জানান তবে সভার প্রথম দিকে উপস্থিতির সংখ্যা কম থাকায় তিনি এক ঘন্টা পর সভার কাজ আরম্ভ করার জন্য সেক্রেটারী জেনারেলকে অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন "আমার জানা মতে ঢাকা শহরে আজ শুক্রবার হওয়ার কারনে ৪/৫ টা ভিক্ষু সংঘকে দান (সংঘদান) অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সেখানে আমাদের অনেক ট্রাস্টি যোগদান করেছেন" ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ট্রাস্টির উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা কম তারপরও যাঁরা এখানে আসার জন্য পথের মধ্যে আছেন তাঁরা সবাই পৌঁছালে আশাকরি কোরামের সমস্যা হবে না। তিনি আরো বলেন বিগত কয়েক বছরে দেখা যাচ্ছে ঢাকা এবং চট্টগ্রামে শুক্রবার সকাল বেলায় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হয় বলে ইচ্ছে থাকলেও অনেক সম্মানিত সদস্য বার্ষিক

সাধারন সভায় উপস্থিত হতে পারেন না। অন্য দিকে শুক্রবার ছাড়া আমাদের সভা করাও সম্ভব নয়, তাই পরবর্তি বছরে শুক্রবার বিকেল ৩.০০ থেকে রাত্র ৯.০০ পর্যন্ত বার্ষিক সাধারন সভা করা যায় কিনা তা সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য সেক্রেটারী জেনারেলকে অনুরোধ করেন।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতিক্রমে সেক্রেটারী জেনারেল সকাল ১১.০০ টার সময় উপস্থিত সম্মানিত অথর, ট্রাস্টি এবং অতিথিদেরকে নিজ নিজ ব্যক্তিগত কাজ এবং তীব্র শীত উপেক্ষা করে ট্রাস্টের ১৪তম সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে সভায় অবহিত করেন, অদ্যকার সভায় ২১৯ জন সদস্যের মধ্যে ৩৩ জন সম্মানিত অথর/ট্রাস্টি উপস্থিত হয়ে কোরাম পূর্নতা পেয়েছে যেহেতু বর্তমানে ট্রাস্টির সংখ্যা ২১৯ জনের মধ্যে প্রায় ১০০ জনের মত সদস্য প্রবাসে স্থায়ী/অস্থায়ীভাবে বসবাসরত বা অবস্থানরত এবং ২৩ জন সদস্য পার্থিব জগত ছেড়ে যাওয়ায়, দেশে বসবাসরত সদস্যদের মধ্যে ৩৩ জন উপস্থিত থাকায় Trust Rules 6-E অনুসারে কোরাম পূর্ন হয়েছে বিধায় বার্ষিক সাধারন সভা শুরু করা যেতে পারে।

এজেন্ডা অনুসারে সভা শুরুর প্রাক্কালে সেক্রেটারী জেনারেল অবহিত করেন, বিগত বছরে ৫ জন সম্মানিত ট্রাস্টি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং এই পর্যন্ত মোট ২৩ জন সম্মানিত ট্রাস্টি এই পার্থিব জগত ছেড়ে চলে গিয়েছেন। সম্মানিত জয়েন্ট সেক্রেটারী মিঃ লোকপ্রিয় বড়ুয়া সভায় আরো অবহিত করেন যে, বিগত রাত্রে উপ-সংঘরাজ ভদন্ত শীলানন্দ মহাস্থবির মহাপ্রয়াণ হয়েছেন। প্রয়াত পূজনীয় ভান্তে এবং ট্রাস্টিদের নির্বাণ সুখ প্রার্থনা করা হয় এবং তাঁদের নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য ১ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে সম্মান জানানো হয়।

এরপর সম্মানিত উপস্থিত সদস্যদেরকে নিজ নিজ পরিচয় দেয়ার জন্য অনুরোধের প্রেক্ষিতে সবাই যাঁর যাঁর পরিচয় প্রদান করেন।

আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্তির পর ট্রাস্টের ১৪তম সভার কাজ আলোচ্যসূচী মোতাবেক আরম্ভ হয় এবং নিম্নের সিদ্ধান্তগুলি গৃহিত হয়।

<u>আলোচ্য সূচী ১</u> ঃ বিগত ২০শে জানুয়ারী, ২০২৩ এ অনুষ্ঠিত ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর কার্য বিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন;

সেক্রেটারী জেনারেল ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) এর কার্য বিবরণী উপস্থাপন করেন এবং সম্মানিত সদস্যগন এর প্রেক্ষিতে আলোচনায় অংশগ্রহন করেন।

 আলোচনায় অংশগ্রহন করে সম্মানিত ট্রাস্টি মিঃ সতু বড়ুয়া বলেন, ১৩তম এজিএম -এ তিনি উপস্থিত ছিলেন কিন্তু উপস্থিতির বিবরনিতে তাঁর নাম নেই, তাই নিজের নামটা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন।

কার্য বিবরনীর ৯ম পাতায় উল্লেখিত " এই বিষয়ে ট্রাস্টের করার কিছু নেই বলে প্রস্তাবটি খারিজ করে দেন" ২১তম লাইনের অংশটি বাদ দেয়ার জন্য বলেন সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ কনক কান্তি বড়ুয়া ।

সম্মানিত ট্রাস্টি অধ্যাপক ড.অরুপ কুমার বড়ুয়া বলেন "প্রস্তাবিত উপ-কমিটিতে মাল্টি-ডিসিপ্লিনের সদস্য রাখার জন্য বোর্ড অব ট্রাস্টকে অনুরোধ করেন" লাইনটি দুইবার দুই পাতায় উল্লেখ করা হয়েছে তাই ১০ম পৃষ্ঠার ২য় ও ৩য় লাইনের অংশটি বাদ দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা এর কার্য বিবরণী আর কোন সংশোধনী না থাকায় সম্মানিত ট্রাস্টি মিঃ লোকপ্রিয় বড়ুয়া অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করলে অপর সম্মানিত ট্রাস্টি মিসেস সন্জুশ্রী বড়ুয়ার সমর্থনে কার্য বিবরণী অনুমোদন করা হয় ।

আলোচ্য সূচী ২ ঃ ২০২২-২০২৩ সালের কার্যক্রমের উপর সেক্রেটারী জেনারেলের বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন;

প্রতিবেদন পাঠ করার পর সেক্রেটারী জেনারেল বিগত ১৩তম সভার ৭ম কার্যবিরনী উল্লেখ করে বলেন উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ট্রাস্ট সচিবালয়ের জন্য ঢাকা ও চট্টগ্রামের জায়গা/ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করার প্রস্তাব গৃহিত হয় সে মোতাবেক বোর্ডের সভায় উপ-কমিটিও গঠন করা হয় কিন্তু বিশেষ কারণ বশতঃ ইহা কার্যকর করা যায় নাই এবং পরবর্তিতে সেক্রেটারী জেনারেল তাঁর ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারনে ইহা আর অনুসরন করা যায় নাই বলে ব্যর্থতার দায় স্বীকার করে নেন। তিনি আরো অবগত করেন যে, সবুজবাগ এলাকায় দুইটি বৌদ্ধ যৌথ মালিকানা ভিত্তিক আবাসিক ভবনে ট্রাস্টের জন্য ফ্লোর/স্পেস ক্রয় করার প্রস্তাব করা হয়েছিল কিন্তু মালিকদের সভায় ট্রাস্ট বা কোন অফিসকে স্পেস বিক্রয় করার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহিত হওয়ার ফলে স্পেস ক্রয়ের ব্যপারে আর কোন অগ্রগতি হয় নাই। এই বিষয়ে চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আর্কষন করলে তিনি সম্মানিত সাবেক চেয়ারম্যান মিঃ উদয়ন বড়ুয়া-কে প্রধান করে উপ-কমিটি গঠন করার নাম প্রস্তাব করলে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়, প্রস্তাবিত সদস্যদের মধ্যে মিঃ উদয়ন বড়ুয়া ছাড়া সবাই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাই উনার মৌখিক

সম্মতিক্রমে উপ-কমিটি প্রজ্ঞাপিত করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে টার্মস অব রেফারেন্স উপ-কমিটি নির্ধারন করবেন। উপ-কমিটির অন্যান্য সদস্য বৃন্দের নাম নিম্নে উপস্থাপন করা হল;

১। মিঃ উদয়ন বড়ুয়া	-	চেয়ারম্যান
২। মিঃ পূন্যবর্ধন বড়ুয়া	-	কো-চেয়ারম্যান
৩। মিঃ শাক্যপদ বড়ুয়া	-	সদস্য সচিব
৪। মিঃ সতু বড়ুয়া	-	সদস্য
৫। মিসেস সন্‌জুশ্রী বড়ুয়া	-	সদস্য
৬। মিঃ রূপায়ন কুমার বড়ুয়া	-	সদস্য
৭। মিসেস অন্‌জনা মুৎসুদ্দী	-	সদস্য

চেয়ারম্যান মহোদয় বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর কারো কোন বক্তব্য থাকলে তা উপস্থাপন করার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সম্মানিত ট্রাস্টি মিঃ লোকপ্রিয় বড়ুয়া ফ্লোর নিয়ে সেক্রেটারী জেনারেলকে সুন্দর ও স্বচ্ছ প্রতিবেদনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি লায়নস ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের বিভিন্ন প্রকল্পগুলো কিভাবে কাজ করে তা বর্ননা করেন এবং ট্রাস্টের প্রকল্পগুলিও সেভাবে অনুসরন করা উচিত বলে মনে করেন। ট্রাস্টের বিভিন্ন উপ-কমিটিতে অপেক্ষকৃত কম বয়সীদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং বোর্ডের সভায় উপদেষ্টাদেরকেও আমন্ত্রন জানানোর প্রস্তাব করেন। চট্টগ্রামে প্রস্তাবিত ভিক্ষু সংঘকে দানে তাঁর সক্রিয় ভুমিকা থাকবে বলে সভায় অবহিত করেন।

অপর সম্মানিত ট্রাস্টি মিঃ জয়দত্ত বড়ুয়া বলেন, যেভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন সেক্রেটারী জেনারেল উপস্থাপন করেছেন তা একজন প্রফেশনাল ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব। তিনি সেক্রেটারী জেনারেল এবং ট্রেজারারকে ধনাবাদ জানান।

সম্মানিত ট্রাস্টি অধ্যাপক ড. অরূপ কুমার বড়ুয়া স্বচ্ছ ও সুন্দর বার্ষিক প্রতিবেদন দেয়ার জন্য সেক্রেটারী জেনারেলকে ধন্যবাদ জানান।

আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মিঃ কাজল কান্তি বড়ুয়া বলেন সেক্রেটারী জেনারেল খুবই সুন্দর ও মনোজ্ঞ বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও প্রস্তাব করেন, যে সব ছেলে-মেয়ে দেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি বা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে সম্মাননা জানানোর প্রস্তাব করেন।

সম্মানিত অথর মিঃ পূণ্যবর্ধন বড়ুয়া ডায়াগনিস্টিক সেন্টার স্থাপনের জন্য গঠিত উপ-কমিটি কোন প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন কিনা জানতে চান এবং ট্রাস্টকে সর্বসাধারনের কাছে পৌঁছানোর জন্য ১/২ পাতার লিফলেট ছাপিয়ে প্রকাশ করার কথাও বলেন।

সেক্রেটারী জেনারেল সভায় অবহিত করেন যে ডায়াগনিস্টিক সেন্টার স্থাপনের জন্য গঠিত উপ-কমিটির কাছ থেকে এখনো কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায় নাই। এর প্রেক্ষিতে চেয়ারম্যান মহোদয় বলেন উপ-কমিটির কাছে চিঠি বা ফোনে বর্তমান অবস্থা জানানোর জন্য অনুরোধ করা যায়।

সম্মানিত ট্রাস্টি মিসেস সন্জুশ্রী বড়ুয়া সুলিখিত এবং সুপঠিত বার্ষিক প্রতিবেদনের জন্য সেক্রেটারী জেনারেলকে ধন্যবাদ জানান। ট্রাস্ট এই কয় বছরে প্রায় ১.০০ কোটি টাকা প্রান্তিক মানুষ কে সহায়তা প্রদান করেছে এটা সবার জন্য কৃতিত্ব। তিনি প্রতিবেদনের ১১তম পৃষ্ঠার ১৫ এবং ১৬তম লাইনে লিখিত বক্তব্য " ট্রাস্ট যে ট্রেনে উঠেছে সে ট্রেনের গতি যেন মন্থর বা বিচ্যুত না হয় এবং ট্রাস্টের সুবিধাভোগীরা যেন তাঁদের প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত না হয়" উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন আশাকরি ট্রেনের গতি মন্থর হবে না এবং প্রান্তিকজনকেও তাঁদের প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত করা হবে না। তিনি আবারও প্রস্তাব করেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য গ্রাম ভিত্তিক ডাটা সংগ্রহ করে একটি তথ্য ভান্ডার স্থাপন করা। তিনি এই বিষয়ে সেক্রেটারী জেনারেলকে উদ্যোগ নেয়ার জন্য কয়েকবার বলেছেন বলে উল্লেখ করেন।

মিসেস সন্জুশ্রী বড়ুয়ার প্রস্তাবকে সমর্থন জানান সাম্প্রতিক "জয়িতা" বিজয়ী সম্মানিত ট্রাস্টি মিসেস সঞ্চিতা বড়ুয়া । তিনি যেহেতু নারী উন্নয়ন নিয়ে কাজ করেন সেহেতু নারী সংগঠনের সাথে জড়িত এবং কাজ করতে গিয়ে দেখেছেন যে বৌদ্ধ নারীরা অনেক পিছিয়ে আছেন। তাই বৌদ্ধ নারীদের হস্তশিল্প প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে বানিজ্যিক ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া যায় কিনা পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে।

বৌদ্ধধর্মীয় কল্যান ট্রাস্টের সেক্রেটারী সম্মানিত ট্রাস্টি মিঃ জয়দত্ত বড়ুয়া বলেন মিসেস সন্জুশ্রী বড়ুয়ার প্রস্তাবটি ভালো কিন্তু বাস্তবায়ন করা অনেক কঠিন কারন বৌদ্ধধর্মীয় কল্যান ট্রাস্টের কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন "১০টি গ্রামের বিহারাধ্যক্ষকে কিছু তথ্য জানানোর জন্য পত্র দিয়ে অদ্য প্রায় এক বছর হতে চলল এখনও পর্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই"।

ট্রাস্টের সম্মানিত ট্রেজারার মিঃ শিমুল কান্তি বড়ুয়া বলেন যেখানে সরকারের আর্থিক সহায়তা দিয়ে সামান্য কয়েকটা গ্রামের তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে না সেখানে এতগুলো গ্রামের তথ্য কিভাবে সংগ্রহ

করা সম্ভব হবে। তিনি আরো উল্লেখ করেন বলেন ট্রাস্টের এই তথ্য কি কাজে লাগবে বা উপকৃত হবে সে প্রশ্ন করেন, উপরন্তু ট্রাস্ট আইনে এই খাতে টাকা বরাদ্দ করার সুযোগ নেই।

মিসেস সন্‌জুশ্রী বড়ুয়া এবং মিসেস সঞ্চিতা বড়ুয়া কে তাঁদের প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ জানান অধ্যাপক ডাঃ কনক কান্তি বড়ুয়া। বৌদ্ধ নারীদের হস্তশিল্প প্রশিক্ষন দিয়ে উৎপাদিত পন্য বাজারজাত করে Income Generating Project হিসাবে অগ্রসর হওয়া যায় কিনা সেক্রেটারী জেনারেলকে সম্ভ্যবতা যাচাই করতে বলেন।

বিভিন্ন প্রশ্নের বা বক্তব্যর উত্তরে সেক্রেটারী জেনারেল বলেন মিসেস সন্‌জুশ্রী বড়ুয়ার প্রস্তাবটি বেশ কয়েকবার সাধারন সভায় উত্থাপন করেছেন এবং আরো অবহিত করেন প্রায় ১৫/২০ বছর আগে একজন ছেলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং কয়েকজন ব্যক্তির আর্থিক সহায়তায় বেশ কয়েকটি গ্রামে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে একটি বই প্রকাশ করেছিল, সেক্রেটারী জেনারেলের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কয়েকবার এসেছিলেন আর্থিক সহায়তার জন্য এবং শেষ বার যখন আসে তখন তাঁর শরীরে অসংখ্য স্কিন ডিসিজ দেখে জিজ্ঞাসা করলে বলেন বিভিন্ন জায়গায় খোলা বারান্দা বা স্থানে রাত্রি যাপন করতে হয়েছে এবং খাওয়া-দাওয়া ঠিক ছিল না ফলে মশা-মাছি বা বিষাক্ত কিটের সংস্পর্শ বা কামড় থেকে আজকে এই অবস্থা। এরপর ছেলেটির সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। এই ধরনের প্রোজেক্ট বাস্তবায়ন করতে হলে অর্থ এবং লোকবলের দরকার। দেশে প্রায় ৬০০ টি বৌদ্ধ গ্রাম আছে এবং সম্পূর্ন ডাটা সংগ্রহ করতে আনুমানিক ৫ বছর লাগবে ১ জন লোকবল দিয়ে, যদি আরও ৪ জন লোকবল নিয়োগ করা হয় তাহলে সময় লাগবে ১ বছর। এই এক বছরে ৫ জন লোকবলের জন্য বেতন, যাতায়াত, খাওয়া এবং থাকার জন্য কমপক্ষে জনপ্রতি মাসিক ২০,০০০.০০ টাকা খরচ হলে অর্থাৎ মোট খরচ হবে (২০,০০০.০০*৫*১২)= ১২,০০,০০০.০০ টাকা । এরপর কম্পিউটারে ডাটা এন্ট্রি এবং পুস্তক আকারে প্রকাশনা করতে আরো কমপক্ষে ৩,০০,০০০.০০ টাকা খরচ হবে। সব মিলিয়ে খরচ হবে আনুমানিক ১৫,০০,০০০.০০ টাকা যা এই খাতে ব্যয় করা ট্রাস্টের এখতিয়ার নেই । তিনি আরো উল্লেখ করেন যে সম্মানিত ট্রাস্টি প্রকৌশলী মিঃ হিমাদ্রি বড়ুয়ার নেতৃত্বে একটি Census Apps Develop করার প্রক্রিয়াধীন আছে। ইহা সন্তোষজনক ভাবে কাজ করার সাপেক্ষে মিসেস সন্‌জুশ্রী বড়ুয়ার প্রস্তাবটি বিবেচনা করা যেতে পারে।

মিসেস সঞ্চিতা বড়ুয়ার প্রস্তাবটি সুন্দর এবং ট্রাস্টের আওতায় কাজ করা সম্ভব । তাঁকে একটি প্রজেক্ট প্রোফাইল সাবমিট করতে বলেন এবং প্রয়োজনে প্রোফাইলটি তৈরী করার জন্য ট্রাস্ট সচিবালয় থেকে সাহায্য করা হবে।

সম্মানিত অথর মিঃ পূর্ন্যবর্ধন বড়ুয়ার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেন ট্রাস্টের শুরুর কয়েক বছর পর ২ পাতার একটা লিফলেট প্রায় ৩০০০ কপি ছাপিয়ে বিভিন্ন কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে বিতরন করা হয়েছে কিন্তু কোন ফলাফল আসে নাই বরং যত্রতত্র নিক্ষেপ করে অমর্যদা করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন ঢাকা ও চট্টগ্রামে অবস্থিত ৪০০/৫০০ জনের একটি লিস্ট আছে যাঁরা ট্রাস্টি হওয়ার ক্ষমতা রাখেন প্রত্যেকের কাছে প্রতিটি প্রান্তিক আপডেট কুরিয়ার করে বা লোক মারফত পাঠানো হয়েছে কিন্তু সৌজন্য বোধ মনে করেও একটি কল পর্যন্ত কেউ করেন নাই। একমাত্র মহীয়সী নারী শিক্ষাবিদ মিসেস প্রতিভা মুৎসুদ্দি ব্যতিক্রম যিনি আপডেট থেকে ফোন নম্বর নিয়ে সেক্রেটারী জেনারেলকে ফোন করে ট্রাস্টে যোগদান করেন। এই জন্য ট্রাস্ট সবসময় তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধাভরে স্মরন করে।

২০২২-২০২৩ সালের কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর আর কোন বক্তব্য না থাকায় চেয়ারম্যান মহোদয় অনুমোদনের জন্য আহ্বান জানালে সবাই সম্মতি জ্ঞাপন করলে বার্ষিক প্রতিবেদন গৃহিত হয়।

আলোচ্য সূচী ৩ ঃ ট্রেজারার কর্তৃক ২০২২-২০২৩ সালের নিরীক্ষিত আয়-ব্যয় হিসাব ও আর্থিক অবস্থার প্রতিবেদন উপস্থাপন ও অনুমোদন;

সম্মানিত ট্রেজারার মিঃ শিমুল কান্তি বড়ুয়া ২০২২-২০২৩ সালের নিরীক্ষিত আয়-ব্যয় হিসাব ও আর্থিক অবস্থার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

সুন্দর ও স্বচ্ছ আয়-ব্যয় হিসাব ও আর্থিক অবস্থার প্রতিবেদনের জন্য ট্রেজারার মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্মানিত ট্রাস্টি মিঃ জয়দত্ত বড়ুয়া এবং অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করলে সম্মানিত ট্রাস্টি মিঃ প্রনব কুমার বড়ুয়ার সমর্থনে অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্য সূচী ৪ ঃ ট্রেজারার কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ সালের বাজেট পেশ ও অনুমোদন;

ট্রেজারার মহোদয় ২০২৩-২০২৪ সালের বাজেট পেশ ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেটের মধ্যে কোন সংশোধনী আছে কিনা জানতে চান চেয়ারম্যান মহোদয়। কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৩-২০২৪ সালের বাজেট অনুমোদন

দেয়া হয়।

<u>আলোচ্য সূচী ৫ ঃ</u> ২০২৩-২০২৪ সালের জন্য অডিটর নিয়োগ;

সম্মানিত ট্রাস্টি মিঃ রূপায়ন বড়ুয়া অদ্যকার সভায় অডিট কমিটির একজন সদস্যও উপস্থিত না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করেন। নিম্নের সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে নিয়ে অডিট কমিটি পুনর্গঠন করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন দেয়া হয়।

১। মিঃ সিদ্ধার্থ বড়ুয়া, এফসিএ - আই ডি # ৮০

২। মিঃ রন্‌জিত বড়ুয়া - আই ডি # ৮২

৩। মিঃ প্রনব কুমার বড়ুয়া - আই ডি # ৩৪

<u>আলোচ্য সূচী ৬ ঃ</u> আগামী ২০২৪-২০২৬ সময় কালের জন্য এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠনের লক্ষ্যে বোর্ডের ৩০তম সভায় নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়, সভায় ইহা অনুমোদন সাপেক্ষে প্রজ্ঞাপিত করা হবে।

এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ- এর ৩০তম সভার প্রস্তাবনা অনুসারে ২০২৪-২০২৬ সময় কালের জন্য নিম্নে উল্লেখিত সদস্যদেরকে নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠনের জন্য অনুমোদন করা হয়।

১। মিঃ পূণ্যবর্ধন বড়ুয়া, প্রধান নির্বাচন কমিশনার - আই ডি নম্বর # ০৩

২। প্রকৌশলী স্বপন কুমার বড়ুয়া, নির্বাচন কমিশনার - আই ডি নম্বর # ১১৩

৩। অধ্যাপক ড. অরুপ কুমার বড়ুয়া, নির্বাচন কমিশনার - আই ডি নম্বর # ১৭৪

<u>আলোচ্য সূচী ৭ ঃ</u> বিবিধ

বিবিধ সূচীতে আলোচনায় অংশ নিয়ে সম্মানিত ট্রাস্টি মিঃ রূপায়ন কুমার বড়ুয়া সুন্দরভাবে এজিএম উপস্থাপন করার জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন বয়ঃজেষ্ঠ্যদের জন্য নির্ধারিত কয়েকটি চেয়ার ফাঁকা পরে আছে কারন অনেকে বার্ধক্যজনিত বা অসুস্থতার কারনে উপস্থিত হতে পারেন নাই। তিনি ট্রাস্টের জন্য একটি স্থায়ী ঠিকানা বাস্তবায়নের উপর জোর দেন এবং তা যেন বর্তমান কমিটির মেয়াদকালের মধ্যে অর্থাৎ ৩০/০৬/২০২৪ বাস্তবায়িত হয় সেজন্য বোর্ড অব ট্রাস্টকে অনুরোধ করেন।

স্থায়ী ঠিকানার জন্য রাজউক/সিটি কর্পোরেশন/গণপূর্ত থেকে কোন জায়গা পাওয়া যায় কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য বলেন অপর সম্মানিত ট্রাস্টি মিঃ লোকপ্রিয় বড়ুয়া ।

সম্মানিত ট্রাস্টি মিঃ সতু বড়ুয়া সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন সাধারন সভা বিকেলে করা হলে অনেক ট্রাস্টি যোগদান করতে পারবেন, কারন সকাল বেলা অনেক সামাজিক অনুষ্ঠান থাকে। তিনি আরো বলেন তাঁদের গ্রামে একটি কল্যানমুখী ট্রাস্ট এবং গ্রামের ডাটাবেস করা হয়েছে ।

আর কোন আলোচনা না থাকায় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডাঃ কনক কান্তি বড়ুয়া সুন্দরভাবে এজিএম সমাপ্ত এবং অনেকক্ষন ধৈর্য্যধারন করে বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহন করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি সম্প্রতি ”জয়িতা” বিজয়ী মিসেস সঞ্চিতা বড়ুয়াকে অভিনন্দন জানান। উপস্থিত ট্রাস্টিবৃন্দও করতালির মাধ্যমে তাঁকে অভিনন্দন জানান। ট্রাস্টের পক্ষে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহন করার আহ্বান জানিয়ে ১৪তম বার্ষিক সাধারন সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।